দৈনিক মাধুকর
বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে অবিচল
news portal: www.madhukar.news
www:emadhukar.com

৩৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

এসকেএস ফাউন্ডেশন

টেকসই পরিবর্তনের লক্ষ্যে অদম্য

SKS

বিশেষ ক্রোড়পত্র | ১ ডিসেম্বর ২০২৫ | এসকেএস ফাউন্ডেশন

শুভেচ্ছা বার্তা

আজ ১ ডিসেম্বর ২০২৫। এসকেএস ফাউন্ডেশন- এর ৩৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে এসকেএস- এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, নির্বাহী ও সাধারণ পরিষদ, শুভানুধ্যায়ী, সকল স্তরের কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি আনন্দ চিত্তে স্মরণ করছি সেই সকল উন্নয়ন-যোদ্ধা যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধার সম্মিলনে আজকের এসকেএস ফাউন্ডেশন।

এসকেএস ফাউন্ডেশন বিগত প্রায় ৪ দশকের উন্নয়ন উদ্যোগ, অভিজ্ঞতা ও শিখণকে কাজে লাগিয়ে আগামীর পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এসকেএস- এর এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত, আপ্লুত এবং অর্জিত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। এসকেএস ফাউন্ডেশন- এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সকল স্তরের কর্মীর নিরলস প্রচেষ্টা, উদ্ভাবনী শক্তি, কঠোর পরিশ্রম এবং বিশেষায়িত সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। আর গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগের মাধ্যমে এসকেএস সরকার এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সর্বোপরি লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে এসকেএস-এর নতুন উদ্যোগ ও কর্মপরিধি। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী বিশেষকরে বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে বন্যা, নদীভাঙ্গন এবং অন্যান্য এলাকায় খরা, পরিবেশ ও জলবায়ু এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সেবা প্রদানে সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সর্বদা এসকেএস উদ্দীষ্ট ও দুর্গত মানুষের পাশে আছে এবং থাকবে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, নানা সংঘাত ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশীয় অর্থনীতিকে সচল রাখতে ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে এসকেএস ফাউন্ডেশন।

সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, জেন্ডার সমতা অর্জন, সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন দেশের কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পানি ও স্যানিটেশন, নারীর ক্ষমতায়ণ, শিশু অধিকার, পরিবেশ উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, মানবাধিকার উন্নয়নসহ নানাবিধি ক্ষেত্রে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিগত বছরগুলো দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই খাতগুলোতে কার্যকর সেবা প্রদানের মাধ্যমে এসকেএস ফাউন্ডেশন একটি জাতীয় উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়েছে। এসকেএস-এর এই অগ্রযাত্রা এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে পাশে থেকে সহযোগিতা করার জন্য লক্ষিত জনগোষ্ঠী, উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি সকল স্টেকহোল্ডারকে সংস্থার সাধারণ পরিষদ এবং নির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।

এসকেএস ফাউন্ডেশন আগামী দিনেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টেকসই পরিবর্তনের পথ ধরে অদম্য সাহস নিয়ে এগিয়ে যাবে কাঙ্খিত লক্ষ্যে। সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তায় সংস্থাটি তার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আরও বৃহৎ পরিসরে অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যথাযথ ও কার্যকর অব্যাহত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এসডিজি এর অভীষ্ট অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে এসকেএস। এসকেএস পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন বলে আমার প্রত্যাশা।

গাইবান্ধার ভরতখালী গ্রামের হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সমস্যা-সংকট সমাধানে যে ক্ষুদ্র উদ্যোগ নিয়ে সংস্থাটির যাত্রা শুরু, প্রায় ৪ দশক ধরে উন্নয়ন ধারার সাথে নিরন্তর লেগে থেকে সরকার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগী হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে এসকেএস ফাউন্ডেশন। আশাকরি, এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর আগামী দিনের উন্নয়ন যাত্রায়ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। আমি এসকেএস-এর উন্নয়ন যাত্রার সর্বাঙ্গীন সাফল্য আশা করছি।

মুর্শেদ আলম সরকার
সভাপতি
এসকেএস ফাউন্ডেশন

সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও অগ্রযাত্রা

মোঃ তারেক উজ্জামান

আজ ১ ডিসেম্বর। এসকেএস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এই দিনটি শুধু একটি তারিখ নয়, একটি যাত্রার সূচনা, একটি অঙ্গীকারের প্রতিফলন, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক অনন্য প্রতিশ্রুতির পূনর্জাগরণ। সময়ের স্রোত বেয়ে এসকেএস ফাউন্ডেশন পাড়ি দিয়েছে গৌরবের ৩৮ বছর। এটা পথ চলার শেষ নয় বরং নতুন পথের সূচনালগ্ন, যেখানে স্বপ্ন আরো বড়, দায়িত্ব আরো গভীর, আর মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা সর্বোচ্চ।

১৯৮৭ সালের এই দিনে গাইবান্ধা জেলার ভরতখালি ইউনিয়নের সদূর চরের এক সংগঠিত প্রয়াস থেকে যার জন্ম, সেই এসকেএস আজ বিস্তৃত দেশের ২৯টি জেলায়। ক্ষুদ্র একটি সামাজিক উদ্যোগ থেকে আজ এটি একটি সুসংগঠিত উন্নয়ন দর্শনের নাম দরিদ্র মানুষের ভরসা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শক্তির উৎস, পরিবর্তনের বাস্তব রূপকার। চার দশকের কাছাকাছি সময় ধরে এসকেএস ফাউন্ডেশন সামাজিক ন্যায্যতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশগত সুরক্ষা এবং মানবিকতার যে মশাল জ্বালিয়েছে তা এখন লাখো মানুষের জীবনে ছড়িয়ে আছে ছাঁয়ার মতো, আশার মতো।

কিন্তু আজকের এই এসকেএস ফাউন্ডেশনের যাত্রা কখনোই মসৃণ ছিল না। দারিদ্র্য, বৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, লিঙ্গ বৈষম্য, অসংখ্য চ্যালেঞ্জের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আমাদের এই পথচলা ছিল সংগ্রামী, দৃঢ় ও সাহসী। এই চ্যালেঞ্জগুলোই আমাদের করেছে দৃঢ়তর। প্রতিটি বাধাই পরিণত হয়েছে শেখার সোপানে, প্রতিটি সংকট তৈরি করেছে নতুন পথের সন্ধান। মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকারই আমাদের সামনে এগিয়ে নিয়েছে। আর এই শক্তির উৎস আমাদেরই মানুষ, আমাদেরই সহকর্মী, আমাদেরই কমিউনিটি, আমাদেরই সহযোগীরা।

এসকেএস ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে, উন্নয়ন মানে শুধু সেবা নয় বরং মানুষকে ক্ষমতায়িত করা, সমাজকে স্বনির্ভর করা। উন্নয়ন মানে এমন একটি পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করা যা দীর্ঘস্থায়ী। শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন, মানবাধিকার, যুবশক্তির বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি ও জীবিকায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, শিশু সুরক্ষা এসব ক্ষেত্রে সংস্থাটি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ বাস্তবতা। উত্তরাঞ্চলের নদীভাঙন, খরা, বন্যা সবকিছুর মাঝে টিকে থাকার সংগ্রামে এসকেএস ফাউন্ডেশন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাশে ছিল এবং থাকবে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, আগাম সতর্কবার্তা, জলবায়ু সহনশীল কৃষি, নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, এসব উদ্যোগ আজ হাজারো মানুষের জন্য আশার আলো হয়ে উঠেছে। আমরা বিশ্বাস করি, শুধু সাহায্য প্রদান নয়, মানুষকে তৈরি করতে হবে এমনভাবে যাতে তারা ভবিষ্যতের ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পারে সম্মানের সাথে, মাথা উঁচু করে। কিন্তু এই যাত্রাটি এত সহজ নয়। কেননা সম্প্রতি সময়ের নতুন চ্যালেঞ্জ বৈশ্বিক তহবিল সংকট। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক টানাপোড়ন, এবং দাতাদের অগ্রাধিকারে পরিবর্তন- এসব কারণে যে টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে, তা ডেভেলপমেন্ট সেক্টরের সামগ্রিক ক্ষেত্রে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সময় যতই কঠিন হোক না কেনো, আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো আমাদের কর্মী; যাদের আছে সততা, নিষ্ঠা, মানসিক দৃঢ়তা ও মানবিকতার প্রতি গভীর বিশ্বাস। প্রত্যেক কর্মীর ভেতরে আছে এই অদম্য বিশ্বাস যে, এসকেএস ফাউন্ডেশন তার মানুষের জন্য কাজ করতে কখনো থেমে যায়নি এবং ভবিষ্যতেও থামবে না। এই বিশ্বাসই আমাদের শক্তি, সাহস, আগামী দিনের জ্বালানি- আমরা অদম্য।

প্রায় ৪ দশকের এই পথচলা আসলে মানুষের গল্প। এক মায়ের গল্প, যিনি ক্ষুধা থেকে সন্তানকে রক্ষার জন্য নতুন জীবিকার পথ খুঁজে পেয়েছেন। এক তরুণের গল্প, যিনি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পেয়ে নিজের উদ্যোক্তা জীবনের সূচনা করেছেন। এক কিশোরীর গল্প, যিনি বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের ভবিষ্যতের শক্ত ভীত গড়ে তুলেছেন। এক জেলে পরিবারের গল্প, যারা নদীভাঙনের মুখোমুখি হলেও টিকে থাকার শক্তি পেয়েছেন জীবিকা সহায়তায়। এসকেএস- এর প্রতিটি প্রকল্প, প্রতিটি উদ্যোগ, প্রতিটি সেবার পেছনে আছে মানুষের এমনই অসংখ্য গল্প; যা আমাদের প্রতিদিন নতুন করে ভাবার ও কাজ করার অনুপ্রেরণা। আর আজ, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই দিনে আমরা স্মরণ করি তাঁদের, যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ সবকিছু সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের দাতাসংস্থাসমূহ, অংশীজন, কমিউনিটি, ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিটি নিবেদিত প্রাণ কর্মীর অবিচল পরিশ্রম।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী তাই কেবল আনন্দ নয়, এটি আত্মসমালোচনা, চ্যালেঞ্জ উপলব্ধি এবং নতুন প্রত্যয়ের দিন। সংকট এলে থেমে যাওয়াই শেষ কথা নয়, সেখানে দাঁড়িয়েই নতুন পথ খুঁজে নেওয়াই আমাদের সত্যিকারের সাফল্য। এসকেএস ফাউন্ডেশন তাই আজও অটল, মানুষের পাশে, মানবিকতার পথে, উন্নয়নের লক্ষ্যে। আগামীর চ্যালেঞ্জ আরো বড় হতে পারে; কিন্তু আমরা প্রস্তুত, আরো অভিজ্ঞ, আরো ঐক্যবদ্ধ। মানবতার আলোয়, সহমর্মিতার শক্তিতে, আমরা পথ খুঁজে নেবই, এটাই আমাদের অঙ্গীকার। এসকেএস ফাউন্ডেশন এগিয়ে যাবে, সংকট পেরিয়ে, সংগ্রাম জয় করে, আরও উজ্জ্বলতার পথে।

নির্বাহী প্রধানের বার্তা

স্বপ্নগুলো ডানা মেলে আর স্বপ্নবাজ মানুষেরা সেই স্বপ্নের ডানায় ভর করে আরও বড় লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। আমাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন সহজ ছিল না, আমাদের উদ্যোগ নস্যাতের প্রবল অপচেষ্টা ছিল। সমস্ত বিবেচনায় গাইবান্ধা জেলার চরাঞ্চলে অবস্থিত ভরতখালীর মত পশ্চাৎপদ গ্রাম থেকে সমাজ পরিবর্তনের উদ্যোগ সমাজের উঁচুতলার নিপীড়ক শ্রেণির মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে চায়নি। কিন্তু উদ্যোক্তারা লক্ষ্যে স্থির থেকে তাদের স্বপ্নকে সফল করতে সংকল্পবদ্ধ থেকেছে। ১৯৮৭ সালের ১ ডিসেম্বর একদল যুবকের সমাজ উন্নয়নের স্বপ্ন উদ্যোগ আজকের এসকেএস ফাউন্ডেশন।

মানুষের মর্যাদা, ন্যায্যতা, বাক ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা, শিক্ষার অধিকার, সুশাসন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে একটি দারিদ্রমুক্ত, বৈষম্যহীন, শিক্ষিত ও সচেতন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে স্থির থেকে এগিয়ে যাচ্ছে এসকেএস ফাউন্ডেশন। প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে দৃঢ় প্রত্যয়, নিরলস পরিশ্রম ও সততার সাথে কাজ করে এসকেএস ফাউন্ডেশন আজ একটি জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আজ ১ ডিসেম্বর এসকেএস ফাউন্ডেশন- এর ৩৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। বিগত প্রায় ৪ দশকে প্রান্তিক ও অধিকারবঞ্চিত মানুষকে তাদের প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেয়া ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে স্থির থেকে এসকেএস তার উন্নয়ন যাত্রাপথে থেকেছে অদম্য। ফলে প্রান্তিক দরিদ্র মানুষগুলো এগিয়ে যেতে প্রত্যয়ী হয়েছে। এগিয়েছেও অনেকটা।

সময়ের সাথে সাথে এসকেএস ফাউন্ডেশন তার কর্ম-পরিধিও বিস্তৃত করেছে। সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের ভৌগোলিক এলাকা সমান্তরালভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে দেশের ৮টি বিভাগেই ২৯টি জেলা এবং ১৭৫টি উপজেলায় এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর কর্ম এলাকা বিস্তৃত। এসকেএস-এর বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ৬০ লাখ।

এসকেএস-এর সেবাসমূহের অগ্রাধিকার তালিকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ণ, পুষ্টি ও প্রজনন-স্বাস্থ্য, পরিবেশ উন্নয়ন, জীবন মানোন্নয়ন, আয়-বর্ধনমূলক কাজে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বিগত প্রায় ৪ দশকের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্ম এলাকায় উন্নয়নের বিভিন্ন সামাজিক সূচক বিশেষকরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

এসকেএস ফাউন্ডেশন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে সামাজিক ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশগত ন্যায্যতা এবং মৌলিক সেবা সহায়তা- এই ৪টি খাতের আওতায় নানামুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে সহায়-সম্বলহীন মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। এ সকল প্রান্তিক মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিত করাই হবে ভবিষ্যত উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ। এ সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসকেএস ফাউন্ডেশন তার উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রেখেছে। কাউকে পেছনে ফেলে নয়, সবাইকে সাথে নিয়েই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এসকেএস ফাউন্ডেশন জনগণের পাশে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এসকেএস-এর উন্নয়ন যাত্রায় নীতি-নির্ধারক ও পরিকল্পনাকারী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাসমূহ, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যম, সুশীলসমাজ, বিশেষকরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং এসকেএস কর্মীবাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদানকে আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই শুভক্ষণে এসকেএস-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শুভানুধ্যায়ীকে শুভেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউন্ডেশন

আলোকিত চরাঞ্চল, আমাদের প্রত্যাশা

সাহা দীপক কুমার

প্রাকৃতিকভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত এ দেশে আছে অসংখ্য নদ-নদী। ভৌগোলিকভাবেই নদীমাতৃক দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ পরিচিত। দেশের মাঝ দিয়ে যত নদ-নদী প্রবাহিত হয়েছে, আয়তনের বিবেচনায় পৃথিবীর খুব কম দেশেই এটা দেখা যায়। দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি বড় নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার অববাহিকায় বাংলাদেশর অবস্থান হওয়ায় এসব নদ-নদী এলাকায় নানা সময়ে নানাভাবে চরের সৃষ্টি হয়। আবার প্রাকৃতিক কারণে যে কোনো নদীই তার গতিপথ বদলায়। কখনো নদীর গতিপথ বদলের কারণে এক পাড় ভেঙে অন্য পাড় গড়ে। নদীপাড়ে ভাঙা-গড়ার খেলায় চর সৃষ্টি হয়। নদীভাঙনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নদীপারের মানুষের জীবন-জীবিকা ও তাদের সুখ-দুঃখ। এমন অনেক খরস্রোতা নদী আছে যেগুলোর প্রবল স্রোতের কারণে নদীভাঙনের কারণে হাজার হাজার মানুষকে ঘরবাড়ি ছাড়তে হয়।

চরের অধিকাংশই মানুষই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অতিদরিদ্র মানুষের বেশিরভাগ অংশই খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ সব ধরনের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের সংবিধানে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষাসহ যেসব চাহিদার উল্লেখ রয়েছে, তার খুব কমই পায় চরবাসী। তাই প্রায় সবসময় দুঃখ-কষ্টসহ এক বঞ্চনাময় জীবন-যাপন করতে হয়। দুর্গম যোগাযোগব্যবস্থা, সরকারি মৌলিক সেবার অপর্যাপ্ততা, কর্মসংস্থানের স্বল্পতা, অপ্রতুল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, খাদ্যাভাব, নদীভাঙনসহ বহুমুখী দুর্যোগপ্রবণ হওয়ার কারণেই চরে বসবাসরত মানুষকে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। এক গবেষণামতে, এখনো চরের ৬৫% মানুষ বছরের বিভিন্ন সময়ে কম-বেশি খাদ্যকষ্টে ভোগে। বেশিরভাগ মানুষ নিজ এলাকায় স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সেবা পায় না। শিক্ষাব্যবস্থার চিত্রও করুণ। একই সঙ্গে চর এলাকায় বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতনের হার সবচেয়ে বেশি। পরিবারে ও পরিবারের বাইরে স্বীকৃতি ও মর্যাদার প্রশ্নে চরের নারীরা এখনো অনেক পিছিয়ে। অথচ চরের কৃষি উৎপাদনে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেন নারীরাই।

এ বিষয়টি সত্য যে, চরে যেমন হাজারো সমস্যা রয়েছে, তেমনি রয়েছে সম্ভাবনা। চরে রয়েছে বিস্তীর্ণ জমি এবং বিপুল জনগোষ্ঠী। যারা নিজেরাই সব ধরণের ফসল ফলাতে সক্ষম। কৃষিতে আমাদের বিরাট সাফল্য থাকলেও চরের সব আবাদি জমি এখনো সঠিক উৎপাদনের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তির সুবিধা না থাকায় ভূমির তুলনায় কৃষি উৎপাদন অনেক কম।

চরের কৃষিজমিতে অধিক উৎপাদন করতে হলে প্রথমেই চরের কৃষককে বিভিন্ন ধরনের কৃষি সহায়তা, প্রশিক্ষণ, কৃষিপ্রযুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। চরের বিপুল জমিতে কৃষিপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে প্রতিবছর যে পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতে হয়, তা অনেকটাই কমবে। কৃষির পাশাপাশি চর এলাকা গবাদিপশু পালনের জন্যও উপযুক্ত। কৃষিব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি চরাঞ্চলে যে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী রয়েছে, তাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র আকারের বিভিন্ন ধরনের খামার ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে সেটা চরের অর্থনীতিতে নতুন ধারা তৈরি হবে।

সারা দেশের তুলনায় চরাঞ্চলে উন্নয়নের ধারা সেই অর্থে অনুপস্থিত। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সহযোগিতায় স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠনগুলো বিভিন্ন চরে প্রকল্পভিত্তিক কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করলেও তার ব্যাপ্তি বড় নয়; আবার স্থায়িত্বশীলতা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। তাই আমাদের সংবিধানের ১৯(১) ধারায় 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে সচেষ্ট হইবেন' অনুসরণে বৈষম্য, উপেক্ষা আর বঞ্চনা থেকে চরবাসীকে মুক্ত করতে ব্যবস্থা নিতে হবে। এসডিজি অর্জনে চরের মানুষকে অবশ্যই উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে। চরের সব বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে।

এসকেএস ফাউন্ডেশন একটা বেসরকারি সংস্থা হিসেবে চরাঞ্চলের মানুষের উন্নয়নে দীর্ঘ প্রায় ৪ দশক কাজ করছে। এসকেএস চরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, সুশাসন, মানবাধিকার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ণ, শিশু অধিকার, পরিবেশ উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পানি ও স্যানিটেশন, আয়বর্ধক কার্যক্রমসহ নানাবিধ উপায়ে চরের উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। সরকারি উন্নয়ন কাজের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করছে এসকেএস।

জাতিসংঘের ১৯৩টি দেশ ২০১৫ সাল থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়ন করছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন এই লক্ষ্যের মূল স্লোগান 'পিছিয়ে থাকবে না কেউ'- এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। এসকেএস বিশ্বাস করে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব হবে সুরক্ষিত, দূর হবে দারিদ্র, এবং থাকবে না নারী ও শিশুদের প্রতি বৈষম্য।

স্বনির্ভরতার জন্য স্থানীয় উৎস জোরদার করা উচিত

রাসেল আহম্মেদ লিটন

গাইবান্ধা জেলার যমুনার পশ্চিম পারের প্রত্যন্ত এলাকায় একদল তরুণের সম্মিলিত প্রয়াস এসকেএস ফাউন্ডেশন এখন দেশের বৃহৎ এনজিওগুলোর একটি। এসকেএস'র গড়ে ওঠা, অগ্রযাত্রা, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো'র সাথে কথা বলেছেন এসকেএস-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান রাসেল আহম্মেদ লিটন। *তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন প্রথম আলো'র সহকারী বার্তা সম্পাদক, পার্থ শঙ্কর সাহা।*

প্রথম আলো: এসকেএস ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিত এবং এর শুরুর দিনগুলোর কথা বলবেন?

রাসেল আহম্মেদ লিটন: এসকেএস অর্থাৎ তৎকালীন সমাজ কল্যাণ সমিতির শুরুটা হয়েছিল ১৯৮৭ সালের ১ ডিসেম্বর। এসকেএস শুরুতে ছিল একটি কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন। স্থানীয় তরুণেরা মিলে এটা গড়ে তোলা হয়েছিল। গাইবান্ধার এক্কেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসকেএস'র প্রতিষ্ঠা। এটা সেই অঞ্চল যেখানে তখন বিশেষকরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের ওপর নানারকম নির্যাতন চলতো। এলাকা ছিল দুর্যোগপ্রবণ। ফি বছর এখানে বন্যাসহ নানা রকম দুর্যোগ লেগেই থাকতো। মানুষ একটু দাঁড়াতো, তারপরেই দুর্যোগ এসে সব শেষ করে দিত। এই পীড়িত মানুষদের সহায়তা করতেই, তাদের ওপর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই শুরু হয়েছিল আমাদের প্রচেষ্টা। ঐ প্রভাবশালী চক্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমরা এসব নিপীড়িত মানুষকে সহযোগিতা করতে শুরু করি। আবার দুর্যোগ মোকাবেলা ও তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহ করে। সে সময় এক পর্যায়ে অক্সফাম, কেয়ার বা ব্র্যাকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এসব কাজে আমাদের সহযোগিতা করতে থাকে। প্রভাবশালীদের বা অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অনেকেই সহযোগিতা করতে থাকে লিগ্যাল সাপোর্ট দিয়ে। আর এসব মানুষকে আর্থিকভাবে সক্ষম করে তুলতে পিকেএসএফ'র মতো প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। এভাবে কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন ধীরে ধীরে আজকের এসকেএস ফাউন্ডেশন। তবে খুব যে পরিকল্পনা করে সবকিছু এগিয়েছে, তা নয়। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে ধীরে ধীরে আজকের এই অবস্থান।

প্রথম আলো: শুরুর দিকে কোন কাজগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হত?

রাসেল আহম্মেদ লিটন: আমাদের ওই অঞ্চলকে মাথায় রেখেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দুর্যোগ প্রশমন ও মোকাবিলা, ইত্যাদি নানা কাজ শুরু করি আমরা। এসকেএস মূলত চারটি পিলার বা স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে তার কাজের পরিকল্পনা করেছে। প্রথমটি হলো, মানুষের অর্থনৈতিক এবং উন্নয়ন-এক্ষেত্রে তাদের অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সহায়তা দেওয়া। দ্বিতীয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মেকাবিলায় সহযোগিতা। তৃতীয়, সামাজিক উন্নয়ন এবং চতুর্থ নারী উন্নয়ন, তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সহায়তা দেওয়া। ধারাবাহিকভাবে সংস্থার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও তা অনুসরণ করেই আমরা উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রেখেছি। ২০২৪- এ আমরা এসকেএস'র ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। উল্লিখিত চারটি পিলার চলমান এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও মূল